সপ্তম অধ্যায়

কারা অধিদপ্তর

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পটভূমি : স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং বঙ্গবন্ধুর সাথে কারাগারের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে । ১৯৩৮ খ্রি: এ গ্রাম্য প্রতিপক্ষের প্রতিহিংসামূলক মামলায় বঙ্গবন্ধুর প্রথম কারা জীবন শুরু এবং ১৯৭২ খ্রি: এর ৮ জানুয়ারি করাচির মিনওয়ালি কারাগার হতে মুক্তি লাভের মাধ্যমে তার কারা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। বঙ্গবন্ধু তার জীবন ও যৌবনের গুরুত্বপূর্ণ ৩০৫৩ দিন কাটিয়েছেন কারাগারের চার দেয়ালের ভিতরে। তিনি বাংলাদেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কারাগারের ভিতরে বসেই। "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" এবং "কারাগারের রোজনামচা" নামক গ্রন্থ দুটিতে বঙ্গবন্ধুর কারা জীবন এবং কারাগারের বিষয়াবলি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

শুধু বাংলাদেশ নয়, ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের অনেক কিছুর সাক্ষী এই কারাগার, মাস্টারদা সূর্যসেন, ক্ষুদিরাম, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রমূখ রাজনৈতিক বন্দির নামের সাথেও কারাগারের নাম জড়িয়ে আছে। এই কারাগারেই নির্মমভাবে শহিদ হয়েছেন জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এ, এইচ, এম কামারুজ্জামান।

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে একাধিকবার কারাবরণ করেছেন। ১৯৭১ সালে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনকারী এবং বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামিদের সাজা কার্যকর করা হয়েছে কারাগারে। এভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস এবং কারাগারের নাম একসাথে মিশে আছে। ১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জনের পর ৪টি কেন্দ্রীয় কারাগার, ১৩টি জেলা কারাগার এবং ৪৩টি উপ-কারাগার নিয়ে বাংলাদেশ জেল যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে বাংলাদেশে কারাগারের সংখ্যা ৬৮টি, তন্মধ্যে ১৩টি কেন্দ্রীয় কারাগার ও ৫৫টি জেলা কারাগার নিয়ে বাংলাদেশ জেল কাজ করে চলছে ।

ক্রমবিকাশ :

১৭৮৮ : পুরাতন ঢাকার চকবাজারে ক্রিমিনাল ওয়ার্ড নির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশে কারাগারের যাত্রা।

১৮৬৪ : কারাগার সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য জেলকোড প্রণয়ন ।

১৮৯৪ : প্রথমবারের মত প্রিজন এ্যাক্ট প্রণয়ন ।

১৯০০ : প্রিজনারস এ্যাক্ট প্রণয়ন।

১৯৪৭ : ২টি কেন্দ্রীয়, ১২টি জেলা এবং ৩৭টি মহকুমা কারাগার নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান কারা বিভাগের যাত্রা।

১৯৫০ : পাকিস্তানী স্বৈরাচারী সরকার রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে খাপড়া ওয়ার্ডে বন্দিদের ন্যায্য দাবির পরিপ্রেক্ষিতে অনশনরত বন্দিদের উপর নির্মমভাবে গুলি চালিয়ে ৭ জন বন্দিকে হত্যা করে। এতে আরো ৩১ জন বন্দি গুরুতর আহত হয় ।

১৯৭১ : মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ কারা বিভাগের ৫ জন সদস্য শহিদ হন। কুড়িগ্রাম জেলা কারাগারে কর্মকালীন সময়ে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক ১৯৭১ সালের ৭ এপ্রিল তারা নির্মমভাবে নিহত হন । ৪টি কেন্দ্রীয়, ১৩টি জেলা এবং ৪৩টি উপ-কারাগার নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের কারা বিভাগের যাত্রা।

১৯৭৮ : কারাগারগুলোকে সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য বিচারপতি মুনিম হাসানের নেতৃত্বে মুনিম কমিশন গঠন করা হয়।

১৯৯৭ : উপ-কারাগারগুলোকে জেলা কারাগারে রূপান্তর করে কারাগারকে সংশোধনাগার হিসেবে গড়ে তুলতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং সিনিয়র জেল সুপারের পদ সৃষ্টি হয় ।

২০১৬ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কেরাণীগঞ্জে নির্মিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার উদ্বোধন এবং ৬,৫১১ জন বন্দিকে স্থানান্তর ।

২০১৮: কারাগারে বন্দি কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লবদ্ধ অর্থের লভ্যাংশ হতে ৫০% সংশ্লিষ্ট কয়েদিকে পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান করা হচ্ছে।

২০১৯: (১)সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার, কিশোরগঞ্জ, ফেনী, পিরোজপুর ও মাদারীপুর জেলা কারাগার নতুনভাবে নির্মাণ এবং বন্দি স্থানান্তর। এতে কারাগারের ধারণ ক্ষমতা ৩৯৫০ জন বৃদ্ধি পায় । বন্দিদের সকালের নাস্তার মেন্যু পরিবর্তন করে সপ্তাহে ৪ দিন সবজি-রুটি, ২ দিন খিচুড়ি ও ১ দিন হালুয়া-রুটি প্রদান ।

(২) কারাবন্দিদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য নিয়োজিত ধর্মীয় উপদেষ্টাগণের প্রতি দর্শনের (Per Visit) সম্মানী ৫০/- টাকার স্থলে ২০০/- (দুইশত) টাকায় উন্নীত করা হয়েছে;

২০২০: (১) বিশেষ দিবস/উৎসব উপলক্ষ্যে কারাবন্দিদের উন্নত মানের খাবার সরবরাহের নিমিত্ত জনপ্রতি বরাদ্দ ৩০/- (ত্রিশ) টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১৫০/-টাকায় উন্নীতকরণ।

(২) আদালতগামী বন্দিদের দুপুরের খাবারের পরিবর্তে শুকনা খাবার সরবরাহের নিমিত্ত দৈনিক মাথাপিছু ২৬/- টাকা হারে বরাদ্দ প্রদান।

(৩) সর্বোচ্চ ০১ বছর পর্যন্ত লঘু দন্ডে দন্ডিত সাজাভোগরত ২৮৮৪ জন কয়েদিকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০১ (১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে তাদের অবশিষ্ট সাজা মওকুফ করে কারাগার হতে মুক্তি প্রদান করা।

(৪) যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত ২০ বছর বা তদূর্ধ্ব সময়কাল সাজাভোগরত কয়েদিদের মধ্যে ৩২৯ জন কয়েদিকে কারাবিধির ১ম খন্ডের ৫৬৯ ধারায় এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০১ (১) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক তাদের অবশিষ্ট সাজা মওকুফ করে কারাগার হতে মুক্তি প্রদান করা হয়।

২০২১: (১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে দেশের কারাগারসমূহে আটক বন্দিদের মাঝে মিষ্টান্ন বিতরণ ও উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের জন্য মাথাপিছু ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

(২) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে কারাবন্দি পোষ্য ১,০০০ (এক হাজার) জনকে বঙ্গবন্ধু বৃত্তি প্রদান।

(৩) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক **'মুজিববর্ষ কারা বার্তা বিশেষ সংখ্যা'** প্রকাশ করা হয়েছে।

(৪) পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদযাপন উপলক্ষ্যে দেশের কারাগারসমূহে আটক বন্দিদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের জন্য মাথাপিছু ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

২০২২ (১) PRISON INMATE DATBASE SYSTEM-এর মাধ্যমে দেশের সকল কারাগারে বন্দিদের তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে কোন বন্দি মিথ্যা তথ্য দিয়ে কারাগারে আগমন করলে তাৎক্ষণিক তাকে সনাক্ত করা যায়।

(২) কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তথ্য হালনাগাদ ও সংরক্ষণের জন্য Prison Staff Career Planning & Monitoring System (PSCPMS) ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে।

(৩) সাজাপ্রাপ্ত বন্দির মুক্তির তারিখ নির্ধারণী অ্যাপ (পিডিআর ক্যালকুলেটর/বন্দি ক্যালকুলেটর) চালু করা হয়েছে।

২০২৩ (১) দেশের ৩৭টি কারাগারকে সেন্ট্রাল মনিটরিং সিস্টেম এর আওতাভূক্ত করা হয়। এর মাধ্যমে দৈনিক ভিত্তিতে কারাগারের সামগ্রিক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
(২) কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী এর নির্মাণ কাজ ৩০ জুন ২০২৩-এ সমাপ্ত হয়। এতে নব-নিয়োগকৃত কারারক্ষীদের ০৬ মাস মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণসহ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বছরব্যাপী বিভিন্ন মেয়াদী কোর্স পরিচালিত হবে।
(৩) ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ডি-নথির মাধ্যমে ৯৪.৫৮% নথি নিষ্পন্ন করা হয়েছে।
(৪) বন্দি উৎপাদিত পণ্যের প্রসারের লক্ষ্যে E-Commerce System চালু করা হয়েছে;
(৫) ই-জিপির মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের ১০০% ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে;

রূপকল্প : রাখিব নিরাপদ, দেখাব আলোর পথ ।

অভিলক্ষ্য : বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ, তাদের মাঝে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, তাদের প্রতি মানবিক আচরণ সমুন্নত রাখা, কারাগারে কঠোর নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, যথাযথভাবে তাদের বাসস্থান, খাদ্য,

চিকিৎসা এবং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও আইনজীবীর সাথে সাক্ষাৎ নিশ্চিতকরা এবং একজন সুনাগরিক হিসেবে সমাজে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মোটিভেশন ও প্রশিক্ষণ প্রদান।

কারা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সাধারণ কার্যাবলি

১. বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ;
২. বন্দিদের আইন সহায়তা নিশ্চিতকরণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;
৩. বন্দিদের স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন, খাদ্য ও চিকিৎসা নিশ্চিতকরণ;
৪. বন্দিদের স্বাক্ষরতা, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে চারিত্রিক সংশোধনের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সুস্থ জীবনযাপনে অভ্যস্থকরণ;
৫. বন্দিদের নথি সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ;
৬. নির্ধারিত তারিখে যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বন্দিদের বিচারক আদালতে হাজিরা নিশ্চিতকরণ;
৭. বিধি মোতাবেক বন্দিদের দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থাকরণ;
৮. মাদকাসক্ত বন্দিদের কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে নিরাময়ের ব্যবস্থা ও সুযোগ সৃষ্টিকরণ;
৯. মহিলা বন্দিদের সাথে অবস্থানরত শিশুদের মানসিক বিকাশ ও মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ
১০. বন্দিদের মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ;
১১. বন্দি পরিচালনায় বিজ্ঞ আদালতের যাবতীয় নির্দেশনা প্রতিপালন;
১২. কারা ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা নিশ্চতকরণ;
১৩. কারাভ্যন্তরে বিভিন্ন খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে বন্দিদের মানসিক বিকাশের সহায়ক ভূমিকা পালন;
১৪. নবনিযুক্ত কারারক্ষীদের মৌলিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;
১৫. বন্দি পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান;
১৬. কারাশিল্প এবং কারাবাগানে উৎপাদন বৃদ্ধিকরতঃ সরকারি অর্থসাশ্রয় ও রাজস্ব বৃদ্ধিকরণ
১৭. কারাগারে বন্দি কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্দ হতে লভ্যাংশের ৫০% হিসেবে সংশ্লিষ্ট বন্দিকে পারিশ্রমিক প্রদান;
১৮. সকল কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ।

কারা অধিদপ্তরের অর্জন/সমৃদ্ধির তুলনামূলক বিবরণী :

বিষয়	২০০৮-২০০৯	২০২২-২০২৩	মন্তব্য
রাজস্বখাতে সৃজিত পদ	৮,৩৬৫টি	১২,১৭৮টি	৩,৮১৩টি পদ বৃদ্ধি পেয়েছে।
রাজস্ব বাজেট	২৯৮,৫৬,২৫,০০০/-	৯০৭,৬২,৮০,০০০/-	বাজেটের আকার বৃদ্ধি পেয়েছে ৬০৯,০৬,৫৫,০০০/- টাকা
কয়েদী বন্দিদের শ্রমের বিনিময়ে উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্দ অর্থ হতে লভ্যাংশের ৫০% পারিশ্রমিক প্রদান	পূর্বে ছিলনা	১৩৯৫১ জন বন্দিকে ৪২,৪৯,৩১৮/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।	--
বন্দিদের জন্য ফোনবুথ স্থাপন	পূর্বে ছিলনা	কারাগারে ফোনবুথ 'স্বজন' স্থাপন বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম যুগোপযোগী পদক্ষেপ। যার ফলে কারা বন্দিরা প্রতি সপ্তাহে একদিন নিকটতম আত্মীয় স্বজনের সাথে পারিবারিক ও আইনী সহায়তা বিষয়ে যোগাযোগের সুযোগ পাচ্ছে।	--
সকালের নাস্তা	বৃটিশ আমল হতে বন্দিদের সকালের নাস্তায় রুটি-গুড় প্রচলিত ছিল	বন্দিদের সকালের নাস্তায় প্রচলিত রুটি-গুড়ের পরিবর্তে খিচুড়ি, সবজি, রুটি ও হালুয়া প্রদান করা হচ্ছে।	--
বালিশ ও কম্বল	বৃটিশ আমল হতে কারাগারে বন্দিদের জন্য ৩টি কম্বল বরাদ্দ ছিল	বৃটিশ আমল হতে প্রচলিত কারাগারের আটক বন্দিদের প্রাপ্য ৩টি কম্বলের মধ্যে ১টি কম্বলের পরিবর্তে ১টি শিমুল তুলার বালিশ প্রদান করা হচ্ছে।	--

বিষয়	২০০৮-২০০৯	২০২২-২০২৩	মন্তব্য
ডিজিটাল প্রিজন ভ্যান ক্রয়	পূর্বে ছিলনা	কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি ও মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের গুরুত্বপূর্ণ মামলার আসামিদের আনা-নেওয়ার জন্য একটি ১০ আসন বিশিষ্ট (ভিআইপি) ও অপর একটি ৪০ আসন বিশিষ্ট (সাধারণ) ডিজিটাল প্রিজন ভ্যান ক্রয় করা হয়;	--
ক্রয় প্রক্রিয়া	সাধারণ প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহ্বান করা হতো।	ই-জিপির মাধ্যমে প্রায় ১০০% ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।	--
বন্দি বিনিময় প্রক্রিয়া সহজ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে TSP চুক্তি	পূর্বে ছিল না	চালু করা হয়েছে	
বন্দিদের এক কারাগার হতে অন্য কারাগারে স্থানান্তরকালে খোড়াকী ভাতা মাথাপিছু বরাদ্দ	১৬/-টাকা	১০০/-টাকা	মাথাপিছু ৮৪/-টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
কারাগারে আটক বন্দিদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য ধর্মীয় শিক্ষকের প্রতি ভিজিটে সম্মানী	৫০/-টাকা	২০০/-টাকা	১৫০/-টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
বন্দিদের ইফতারীর জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ	১৫/-টাকা	৩০/-টাকা	মাথাপিছু ১৫/- টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
কারাভ্যন্তরে কয়েদি পরিচ্ছন্নতা কর্মীর মাসিক বেতন	২০/-টাকা	৫০০/-টাকা	৪৫০/-টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
বিশেষ দিবস উপলক্ষ্যে বন্দিদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ	৩০/-টাকা	১৫০/-টাকা	মাথাপিছু ১২০/- টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
আদালতগামী আটক বন্দিদের দুপুরের খাবারের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ	পূর্বে ছিল না	বর্তমানে ২৬/- টাকা করা হয়েছে	--
কারাগারে আটক বন্দিদের সাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমানে দেশের ৩৮টি কারাগারে ৩৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু আছে	পূর্বে ছিল না	জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২৩ সময়ে ৭৬,২৪০ জন বন্দিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	--
নতুন জায়গায় কারাগার নির্মাণ (ক) গোপালগঞ্জ, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, চাঁদপুর, নাটোর, নীলফামারী, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, নেত্রকোণা, সুনামগঞ্জ, সিলেট, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, ফেনী, পিরোজপুর, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ এবং মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ।	কারাগারগুলো ছিল অনেক ছোট, অতি পুরাতন, এবং জরাজীর্ণ।	পূর্বের অবস্থান থেকে সরিয়ে বৃহৎ পরিসরে নতুন আধুনিক কারাগার নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে বন্দি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আবাসন সমস্যা লাঘব হয়েছে।	
(খ) হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ।	পূর্বে ছিল না।	হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণের ফলে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ, মৃত্যুদন্ডাদেশপ্রাপ্ত এবং দীর্ঘ মেয়াদি সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের নিরাপদে আটক রাখা সম্ভব হচ্ছে।	--
(গ) চট্টগ্রাম ও দিনাজপুর কারাগার সম্প্রসারণ।	কারাগার দুটি ছিল অনেক ছোট, অতি পুরাতন এবং জরাজীর্ণ।	চট্টগ্রাম ও দিনাজপুর কারাগারকে পূর্বের অবস্থানে রেখে সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এর ফলে বন্দি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ আবাসন সমস্যা লাঘব হয়েছে।	--
বন্দি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি;	বন্দি ধারণক্ষমতা ছিল ২৮,০৩২ জন।	বন্দি ধারণক্ষমতা ১৪,৮৩৪ বৃদ্ধি করা হয়েছে, মোট ধারণক্ষমতা হয়েছে ৪২,৮৬৬ জন। ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে বন্দিদের আবাসন সমস্যা অনেকটা লাঘব হয়েছে।	--
কারাগারে যানবাহন ও যন্ত্রপাতি	কারা সদর দপ্তর এবং বিভাগীয় দপ্তরে	১৮১টি যানবাহন ও ৬০৭টি বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি	

বিষয়	২০০৮-২০০৯	২০২২-২০২৩	মন্তব্য
সরবরাহ	মাত্র ৬টি গাড়ি ছিল। কারাগারসমূহে কোন যানবাহন ছিল না।	সরবরাহ করা হয়েছে।	
মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণ;	মহিলা কারারক্ষীদের জন্য পৃথক কোন আবাসন ছিল না।	৪০টি কারাগারে মহিলা কারারক্ষীদের জন্য ৩৯৯টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে।	
কারা বেকারি চালুকরণ;	কোন কারা বেকারি ছিল না।	কারা বেকারি চালুর মাধ্যমে বেকারিতে উৎপাদিত খাদ্য সামগ্রী বন্দি ও কর্মকর্তা-কর্মচারিদের মধ্যে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করা হচ্ছে।	
কারাগারে আধুনিক নিরাপত্তামূলক যন্ত্রপাতি সংযোজন;	কারাগারে উল্লেখযোগ্য কোন নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছিল না।	ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগের ৩২টি কারাগারে আধুনিক নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম সংযোজনের মাধ্যমে বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।	
কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চালুকরণ	কোন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ছিল না।	সরকারের অনুমোদনক্রমে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এলাকায় কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চালু করা হয়েছে।	
ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস চালু	রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে অনেক পুরাতন একটি প্রেস ছিল।	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এ ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস চালুর ফলে কারাগারের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ফর্ম ও প্রিন্টিং সামগ্রী সহজে ও স্বল্প মূল্যে সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে।	
ওয়েব বেজড্ প্রিজন ভ্যান সংযোজন	কারা বিভাগে কোন প্রিজন ভ্যান ছিল না।	২টি প্রিজন ভ্যান সংযোজনের ফলে জঙ্গি, দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী ও ঝুঁকিপূর্ণবন্দিদের নিরাপদে আদালতে এবং এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে স্থানান্তর করা সম্ভব হচ্ছে।	
ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন	ডে-কেয়ার সেন্টার ছিল ২টি	বর্তমানে ডে-কেয়ার সেন্টার ৮টি।	নতুন ৬টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
“বন্দি প্রশিক্ষণ ও পূনর্বাসন স্কুল” স্থাপন;	কারা বিভাগে কোন “বন্দি প্রশিক্ষণ ও পূনর্বাসন স্কুল” ছিল না।	বন্দিদের সাজাভোগ শেষে অপরাধ মুক্ত থেকে ভবিষ্যতে সমাজে পূনর্বাসনের লক্ষ্যে বন্দিদের জন্য “বন্দি প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন স্কুল” স্থাপন করা হয়েছে।	
২০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ;	কারা বিভাগে বন্দিদের জন্য কোন ছিল না।	বন্দিদের উন্নত চিকিৎসার জন্য কাশিমপুর কারা কমপ্লেক্সে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে।	
সেন্ট্রাল মনিটরিং সিস্টেম	কারা বিভাগে কোন সেন্ট্রাল মনিটরিং সিস্টেম ছিল না।	বর্তমানে কারা অধিদপ্তর হতে দেশের ৩৭টি কারাগারকে সেন্ট্রাল মনিটরিং সিস্টেম এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এর **মাধ্যমে** দৈনিক ভিত্তিতে কারাগারের সামগ্রিক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।	
PRISON INMATE DATBASE SYSTEM-এর মাধ্যমে দেশের সকল কারাগারে বন্দিদের তথ্য সংরক্ষণ	পূর্বে দেশের কারাগারসমুহে PRISON INMATE DATBASE SYSTEM ছিলনা	PRISON INMATE DATBASE SYSTEM-এর মাধ্যমে দেশের সকল কারাগারে বন্দিদের তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে কোন বন্দি মিথ্যা তথ্য দিয়ে কারাগারে আগমন করলে তাৎক্ষণিক তাকে সনাক্ত করা যাচ্ছে।	
ডি-নথি	পূর্বে ডি নথির কার্যক্রম চিলনা	ডি নথির **মাধ্যমে ৯৪.৫৮%** নিস্পন্ন করা হয়েছে।	

জনবল সংক্রান্ত তথ্য

ক্রম	গ্রেড	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত পদ সংখ্যা	শূন্যপদ সংখ্যা
১	২য় গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড	৩০৬	১২৮	১৭৮
২	১০ম গ্রেড	১০৬	৩১	৭৫
৩	১১-১৬ তম গ্রেড	২১৩৯	১৭৪৩	৩৯৬
৪	১৭-২০তম গ্রেড	৯৬২৭	৮৫৩৭	১০৯০
	সর্বমোট=	**১২,১৭৮**	**১০,৪৩৯**	**১৭৩৯**

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থা পদ্ধতি চালুর পর ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর হতে কারা অধিদপ্তর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং কারা অধিদপ্তরের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে ।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম

কারা অধিদপ্তরের কার্যক্রম জনবান্ধব করার লক্ষ্যে নিয়মিত উদ্ভাবনী চর্চাকে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক কারা উপ-মহাপরিদর্শক, ঢাকা বিভাগ, ঢাকাকে প্রধান করে একটি ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবনী কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

উদ্ভাবনী ধারণাসমূহ

ক্রম	উদ্ভাবনী উদ্যোগের বিষয়	অর্জিত ফলাফল
১	বন্দি উৎপাদিত পণ্যের প্রসারের লক্ষ্যে E-Commerce System (www.bdprisonproduct.com) চালু করণ	
২	সাজাপ্রাপ্ত বন্দির মুক্তির তারিখ নির্ধারণী অ্যাপ (পিডিআর ক্যালকুলেটর/বন্দি ক্যালকুলেটর) যার মাধ্যমে বন্দির মুক্তির তারিখ নির্ধারণে উদ্ভাবনী ধারণ বাস্তবায়ন।	সকল সাজাপ্রাপ্ত বন্দির যেকোন প্রমোশন দেয়া, বদলী দেয়া, বিশেষ রেয়াত প্রদানসহ বিভিন্ন কাজে উক্ত হিসাবসমূহ সময়ে সময়ে করতে হয়। এছাড়া, সকল সাজাপ্রাপ্ত বন্দির উক্ত হিসাবসমূহ করে মুক্তির জন্য প্রাথমিক ভাবে নির্বাচন করার জন্য পিডিআর অ্যাপস অর্থাৎ বন্দিদের মুক্তির তারিখ নির্ধারণী অ্যাপস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে। উক্ত অ্যাপস ব্যবহারের মাধ্যমে বন্দির আত্মীয়-স্বজন কম সময়ে সুফল ভোগ করতে পারবে।
৩	কারাগারে বন্দিদের জন্য মোবাইল ফোনবুথ (স্বজন) স্থাপন।	কারাগারে ফোনবুথ ‘স্বজন’ স্থাপন বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম যুগোপযোগী পদক্ষেপ যার ফলে কারাবন্দিরা প্রতি সপ্তাহে এক দিন নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের সাথে পারিবারিক ও আইনি সহায়তা বিষয়ে যোগাযোগের সুযোগ পাচ্ছে।

ক্রম	উদ্ভাবনী উদ্যোগের বিষয়	অর্জিত ফলাফল
৪	মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বন্দির পিসিতে টাকা প্রেরণ	মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিকাশ/নগদ এ কারাগারে না এসে সুবিধাজনক সময় ও স্থান থেকে বন্দিদের ক্যাশে প্রয়োজনীয় অর্থ (মাসে সর্বোচ্চ ২০০০/-) প্রেরণ করা সম্ভব হয়েছে।
৫	কারাগারসমূহের ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার চালুকরণ	বন্দির আত্মীয়-স্বজন ও সেবাপ্রার্থীদের সেবা প্রদান সহজতর করার লক্ষ্যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়। উক্ত সার্ভিস সেন্টারে বন্দিদের সাথে সাক্ষাতের স্লিপ সংগ্রহ, পিসিতে টাকা জমা, ওকালতনামা জমা গ্রহণ, বন্দিদের প্রয়োজনীয় বৈধ দ্রব্যাদি (যেমন পোশাক) জমা, জামিন ও খালাস সম্পর্কিত তথ্য, মোবাইল ফোন ও ব্যাগ জমা, বন্দি সম্পর্কিত বৈধ তথ্য আনুসন্ধান, অভিযোগ নিষ্পত্তি ইত্যাদি সকল সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
৬	এসএমএস এর মাধ্যমে বন্দিদের অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রদান	বন্দি এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে বদলি হলে অথবা বন্দির জামিন/খালাস হলে সহজে তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে এসএমএস ও অ্যাপ এর মাধ্যমে বন্দির অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রদানের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এর ফলে বন্দির অবস্থান সংক্রান্ত যে কোন তথ্য তার স্বজন সহজে জানতে পারছে।
৭	ওয়েব বেজড প্রিজন ভ্যান সার্ভিস চালুকরণ	প্রিজন ভ্যানে ওয়েব ক্যামেরা সংযোজনের ফলে জঙ্গি, দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী ও ঝুঁকিপূর্ণ বন্দিদের নিরাপদে আদালতে এবং এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে স্থানান্তর করা সম্ভব হচ্ছে।
৮	জামিনের তালিকার ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লে	জামিন প্রাপ্ত বন্দিদের তালিকা এলইডি ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত হচ্ছে, যা সহজে সকলের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এক্ষেত্রে তথ্য আপডেট করা হচ্ছে। এতে কারাবন্দি ও স্বজনদের দুর্ভোগ লাঘব ও বিভ্রান্তি দূর হচ্ছে।
৯	আলট্রাভায়োলেট হিডেন সিল	কারাভ্যন্তরে ভিজিটর ও বহিরাগতদের প্রবেশের ক্ষেত্রে সাধারণ কালি দিয়ে যে সিল দেয়া হয় তা সহজে মুছে ফেলা বা কোন অসৎ উদ্দেশ্যে কারসাজির মাধ্যমে কারা নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা সম্ভব কিন্তু আলট্রাভায়োলেট হিডেন সিল ব্যবহৃত হলে ভিজিটর/বহিরাগত এবং বন্দির নিরাপত্তা প্রদান সহজ হয়েছে।
১০	Standard Leave Form এর মাধ্যমে কারা কর্মচারীদের ছুটির আবেদন প্রক্রিয়া সহজিকরণ	ছুটির আবেদন সহজে করার ক্ষেত্রে জটিলতা নিরসনের জন্য আবেদনগুলো একটি নির্দিষ্ট ফরমেটে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে।

সহজিকৃত সেবাসমূহ

ক্রম	সহজিকৃত সেবার নাম	সেবা/ আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১.	ফোনবুক অ্যাপ প্রস্তুতপূর্বক বাস্তবায়ন	একটি সেবা সহজিকরণের বিপরীতে ফোন বুক অ্যাপ প্রস্তুতপূর্বক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত অ্যাপটি কারা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে ব্যবহার করা যাবে।
২.	এসএমএস এর মাধ্যমে বন্দিদের অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রদান	বন্দি এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে বদলি হলে অথবা বন্দির জামিন/খালাস হলে সহজে তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে এসএমএস ও অ্যাপ এর মাধ্যমে বন্দির অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রদানের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এর ফলে বন্দির অবস্থান সংক্রান্ত যে কোন তথ্য তার স্বজন সহজে জানতে পারছে।
৩.	ওকালাতনামা স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে স্টেপ কমানো হয়েছে।	ওকালতনামা স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে স্টেপ কমানো হয়েছে যার ফলে সেবাগ্রহণকারী স্বল্প সময়ের মধ্যে উক্ত সেবা গ্রহণ করতে পারছে।
৪.	বিকাশের মাধ্যমে বন্দির পিসিতে টাকা প্রেরণ	মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিকাশ/নগদ এ কারাগারে না এসে সুবিধাজনক সময় ও স্থান থেকে বন্দিদের ক্যাশে প্রয়োজনীয় অর্থ (মাসে সর্বোচ্চ ২০০০/-) প্রেরণ করা সম্ভব হয়েছে।
৫.	কারাগারসমূহের ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার চালুকরণ	বন্দির আত্মীয়-স্বজন ও সেবাপ্রার্থীদের সেবা প্রদান সহজতর করার লক্ষ্যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়। উক্ত সার্ভিস সেন্টারে বন্দিদের সাথে সাক্ষাতের স্লিপ সংগ্রহ, পিসিতে টাকা জমা, ওকালতনামা জমা গ্রহণ, বন্দিদের প্রয়োজনীয় বৈধ দ্রব্যাদি (যেমন পোশাক) জমা, জামিন ও খালাস সম্পর্কিত তথ্য, মোবাইল ফোন ও ব্যাগ জমা, বন্দি সম্পর্কিত বৈধ তথ্য আনুসন্ধান, অভিযোগ নিষ্পত্তি ইত্যাদি সকল সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
৬.	ইন্টারকমের মাধ্যমে বন্দিদের সাক্ষাতকরণ	জনাকীর্ণ সাক্ষাত কক্ষে কোলাহলের কারণে স্বজনদের সাথে বন্দির সাক্ষাতের মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হয়। উক্ত সেবার মাধ্যমে কোলাহলবিহীন পরিবেশে অর্থবহ সাক্ষাত সম্ভব হয়েছে।
৭.	Standard Leave Form এর মাধ্যমে কারা কর্মচারীদের ছুটির আবেদন প্রক্রিয়া সহজিকরণ	ছুটির আবেদন সহজে করার ক্ষেত্রে জটিলতা নিরসনের জন্য আবেদনগুলো একটি নির্দিষ্ট ফরমেটে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে।
৮.	জামিনের তালিকার ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লে	জামিনপ্রাপ্ত বন্দিদের তালিকা এলইডি ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত হচ্ছে, যা সহজে সকলের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এক্ষেত্রে তথ্য আপডেট করা হচ্ছে। এতে কারাবন্দিদের স্বজনদের দুর্ভোগ লাঘব ও বিভ্রান্তি হচ্ছে।

ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহ

ক্রম	ডিজিটাইজকৃত সেবার নাম	সেবা/ আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১	My Gov Platform বাস্তবায়ন।	সেবা ডিজিটাইজেশনের বিপরীতে বন্দির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য অনলাইনে প্রদানের জন্য কারা অধিদপ্তরের My Gov Platform এ সেবাটি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। কারা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট হতে উক্ত সেবাটি গ্রহণ করা যাবে।
২	কারাগারে বন্দিদের জন্য মোবাইল ফোনবুথ (স্বজন) স্থাপন।	কারাগারে ফোনবুথ 'স্বজন' স্থাপন বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম যুগোপযোগী পদক্ষেপ যার ফলে কারাবন্দিরা প্রতি সপ্তাহে এক দিন নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের সাথে পারিবারিক ও আইনি সহায়তা বিষয়ে যোগাযোগের সুযোগ পাচ্ছে।
৩	ওয়েব বেজড প্রিজন্স ভ্যান সার্ভিস চালুকরণ।	প্রিজন ভ্যানে ওয়েব ক্যামেরা সংযোজনের ফলে জব্জি, টপটেরর ও ঝুঁকিপূর্ণ বন্দিদের নিরাপদে আদালতে এবং এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে স্থানান্তর করা সম্ভব হচ্ছে।
৪	বিকাশের মাধ্যমে বন্দির পিসিতে টাকা প্রেরণ।	মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিকাশ/নগদ এ কারাগারে না এসে সুবিধাজনক সময় ও স্থান থেকে বন্দিদের ক্যাশে প্রয়োজনীয় অর্থ (মাসে সর্বোচ্চ ২০০০/-) প্রেরণ করা সম্ভব হয়েছে।
৫	অ্যাপস এর মাধ্যমে বন্দিদের অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রদান।	বন্দি এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে বদলি হলে অথবা বন্দির জামিন /খালাস হলে সহজে তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে এসএমএস ও অ্যাপস এর মাধ্যমে বন্দির অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রদানের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এর ফলে বন্দির অবস্থান সংক্রান্ত যে কোন তথ্য তার স্বজন সহজে জানতে পারছে।
৬	জামিনের তালিকা ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লেতে প্রদর্শন	জামিন প্রাপ্ত বন্দিদের তালিকা এলইডি ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত হচ্ছে, যা সহজে সকলের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এক্ষেত্রে তথ্য আপডেট করা হচ্ছে। এতে কারাবন্দিদের স্বজনদের দুর্ভোগ লাঘব ও বিভ্রান্তি হচ্ছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্টের লক্ষ্যে SDG Tracker এর ১৬.৩.২ নং বৈশ্বিক সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কারা অধিদপ্তর লিড এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে :

16.3.2 : Un-sentenced detainees as a proportion of overall prison population. উক্ত বিষয়ে কারা অধিদপ্তরের সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশিক্ষণ ও ক্রীড়া) ডাটা অনুমোদনকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি ট্রাকার সিস্টেমে ডাটা প্রদান করার জন্য ডেপুটি জেলার, আইসিটি সেল, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা ডাটা প্রদানকারী এবং ডেপুটি জেলার, প্রিজন্স ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, কারা অধিদপত্র, ঢাকা বিকল্প ডাটা প্রদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ডাটা প্রদানকারী কর্মকর্তা এসডিজি ট্রাকার সিস্টেমে নিয়মিত ডাটা প্রদান করে আসছেন।

উল্লেখ্য, জার্মানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান জিআইজেড এর আর্থিক সহায়তায় ০১ জুলাই ২০০৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে কারা অধিদপ্তর এবং দেশের ৪০টি কারাগারে "ইম্প্রুভমেন্ট অব দি রিয়্যাল সিচুয়েশন ওভারক্রাউডিং ইন প্রিজন্স ইন বাংলাদেশ (আইআরএসওপি)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শেষ হয়েছে এবং ০১ জানুয়ারি ২০১৯ হতে "এক্সেস টু জাস্টিজ থ্রু প্রিজন্স রিফর্মস" প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়া করা হয়েছিল, তবে সরকার কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদন না করে নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। কারা বন্দিদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ১১,৭১৪ জন বন্দিকে বিভিন্ন ট্রেড কোর্স ও মোটিভেশনাল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন

সেবা গ্রহীতাদের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সকল কারাগারে দর্শনীয় স্থানে সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা হয়েছে। কারা অধিদপ্তরের সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশিক্ষণ ও ক্রীড়া) ও কারা উপ-মহাপরিদর্শক (অতিঃ দাঃ) জনাব মোসা: নাহিদা পারভীনকে প্রধান তথ্যপ্রদানকারী কর্মকর্তা এবং কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ এস এম আনিসুল হককে আপীলকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৭ জন আবেদনকারীকে তাদের চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত আবেদন সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদন সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সংখ্যা
৭টি	৭টি	--

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা : কারা অধিদপ্তরে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিম্নেবর্ণিত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

- অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত আপিল কর্মকর্তা-ফারজানা সিদ্দিকা উপসিচব (বাজেট-২ শাখা) সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
- অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা-জনাব মোসা: নাহিদা পারভীন, কারা উপ-মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)।
- মাঠপর্যায়ে আপিল নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা-সংশ্লিষ্ট বিভাগের কারা উপ-মহাপরিদর্শকগণ।
- মাঠপর্যায়ে অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা-জেল সুপার/সিনিয়র জেল সুপার।

২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রাপ্ত অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ সংখ্যা
৩২২টি	৩২২টি	০

উত্তম চর্চা

(১) স্বজন লিংক প্রকল্প বাস্তবায়ন : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী কারা বন্দিদের পরিবারের সদস্যদের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ স্থাপন এবং বন্দির মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিতকল্পে মোবাইল ফোনে কথা বলার জন্য টেলিফোন বুথ প্রকল্প "স্বজন" টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে ২৮.০৩.২০১৮ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফোনবুথ পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে। বন্দিদের সাথে তাদের আত্মীয়-স্বজনের কথা বলার সুবিধার্থে সকল কারাগারে মোবাইল ফোন বুথ স্থাপনসহ অবকাঠামোগত কাজ কারা অধিদপ্তরের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের এবং অডিও ভিডিও কলের সুবিধা স্থাপনের কারিগরি সংক্রান্ত কার্যক্রম সরকারি টেলিফোন সংস্থা টেলিটক এর মাধ্যমে সম্পাদন করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে। সে মোতাবেক পাইলট কার্যক্রম হিসেবে নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে ফোন বুথ স্থাপন করা হয়েছে।

(২) কারা বন্দিদেরকে ৫০% লভ্যাংশ প্রদান : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কারাগারে বন্দিদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থের লভ্যাংশ হতে ৫০% হিসেবে দেশের ৩১টি কারাগারে ১৩,৯৫১ জন বন্দিকে ৪২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৩১৮ টাকা পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়েছে।

(৩) কারাবন্দিদের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরি : কারাবন্দিদের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরির জন্য National Tele-communication Monitoring Centre (NTMC)-এর সহযোগিতায় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কারা অধিদপ্তর এবং NTMC এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৪) কারাগারে ডাবল ফেস লাইন সংযোগ স্থাপন : কারাগারে বিদ্যুৎ চলে গেলে বন্দিদের চরম ভোগান্তি রোধকল্পে দেশের ৪৪টি কারাগারে ডাবল ফেস বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ প্রদান করা হয়েছে এবং ৬টি কারাগারে ডাবল ফেইজ বিদ্যুৎ সংযোগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ১৮টি কারাগারে ডাবল ফেস বিদ্যুৎ লাইন সংযোগের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য করা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

(৫) ডে-কেয়ার সেন্টার চালু : মায়ের সাথে অবস্থানরত শিশুদের নিরাপদ প্রতিপালনের জন্য কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারসহ ৮টি কারাগারে ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল কারাগারে ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

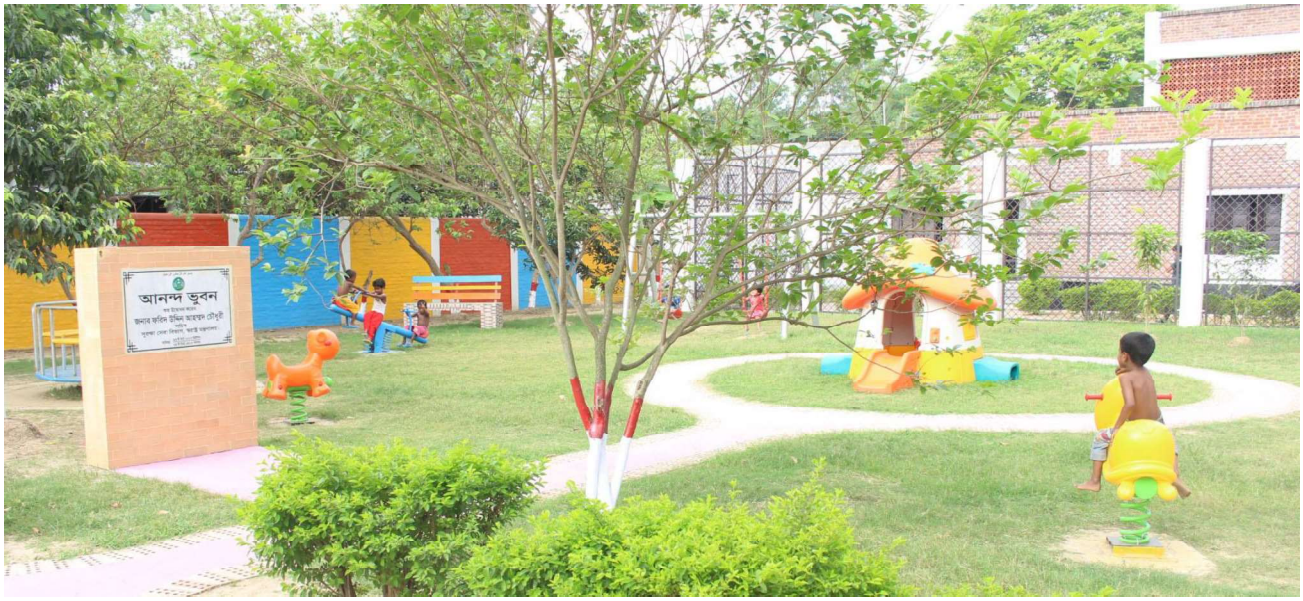

ডে কেয়ার সেন্টার

(৬) ধর্মীয় শিক্ষদের বেতন বৃদ্ধি : কারাগারে আটক বন্দিদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য নিয়োজিত ধর্মীয় উপদেষ্টাগণের সম্মানী দৈনিক ৫০/-টাকা সম্মানী প্রদান করা হতো । এখন হতে ধর্মীয় উপদেষ্টাগণের সম্মানী দৈনিক ৫০/-টাকা হতে ন্যুনতম ২০০/-টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে ।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ বিষয়ে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে সহকারী কারা মহাপরিদর্শক জনাব মো: মাইন উদ্দিন ভূঁইয়া (অতি: দা:) দায়িত্ব পালন করছেন। শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের জন্য কারা মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। অত্র অধিদপ্তরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নৈতিকতা কমিটির ৪টি সভা হয়েছে। নৈতিকতা কমিটির সভায় শতভাগ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়া কারা অধিদপ্তরে সকল প্রশিক্ষণে শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন বিষয়ক মডিউল চালু করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে ২টি। শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার এর জন্য নির্বাচিত হন কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ এস এম আনিসুল হক।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার

উন্নয়ন প্রকল্প

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	মোট প্রকল্প ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩) প্রস্তাবিত : জুলাই, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২৬	৬০৭৩৫.৮৫ (প্রস্তাবিত ১২৪৩৭৩.২১)	২৮%
২	খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০২৩) প্রস্তাবিত: জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০২৪	২৮৮২৬.৪১	৮৯%
৩	কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২৩)	৯৮৭৮.৬৪	জুন ২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে
৪	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২৫)	২৪০১৫.৪২	৪৫%
৫	কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২৩) প্রস্তাবিত : জানুয়ারি, ২০১৬ হতে জুন ২০২৪)	৪৯৯৮.২৪	৬০%
৬	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন ২০২৫)	৬০৯৭৮.৬৬	৩১%
৭	নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪)	৩২৬৯৮.৪৩	৬৪%
৮	জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫)	২১০০২.৭৫	১২%

১. পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প : বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার স্মৃতি বিজড়িত "পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ১১.০৯.২০১৮ তারিখে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৬০৭৩৫.৮৫ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল : জুলাই, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত। প্রকল্পের অগ্রগতি ২৮%। প্রস্তাবিত ব্যয় ১২৪৩৭৩.২১ লক্ষ টাকা এবং প্রস্তাবিত মেয়াদ জুলাই, ২০১৮ হতে জুন ২০২৬।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বাঙালি জাতির ইতিহাস তথা বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃতি জাদুঘর, জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর এবং ঢাকার মধ্যযুগের ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা; কারা অধিদপ্তরের আওতায় সরকারি জমির পরিকল্পিত ব্যবহার; উন্মুক্ত নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চায়ন করা; গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি এবং পুরাতন ঢাকার ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা।

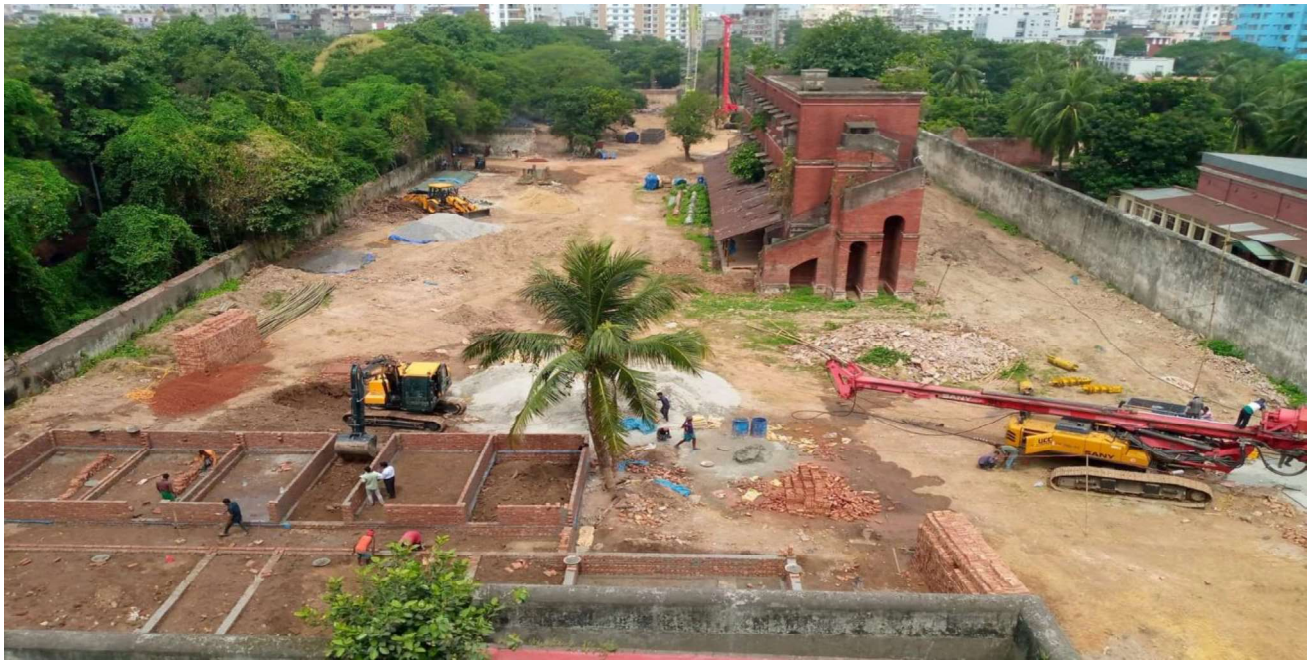

বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার স্মৃতি বিজড়িত "পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প

২. খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ : প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ০১.১১.২০১১ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়-২৮৮২৬.৪১ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০২৩। প্রকল্পের অগ্রগতি ৮৯%।
প্রস্তাবিত মেয়াদ: জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০২৪

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত অতি পুরাতন জরাজীর্ণ খুলনা জেলা কারাগারকে বর্তমান স্থান থেকে স্থানান্তর করে আরও বৃহৎ পরিসরে নির্মাণের মাধ্যমে বন্দি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং আধুনিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করা।

প্রশাসনিক ভবন

৩০০ জনের ওয়ার্ডেন ব্যরাক

৬০০ বর্গফুট বাসা

৩০ জনের ওয়ার্ডেন ব্যরাক ভবন

Activate
Go to Setti

৩. কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী নির্মাণ : প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ০৯.৬.২০১৫ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়- ৯৮৭৮.৬৪ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২৩। প্রকল্পের অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পটি জুন ২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে তোলা।

৪.ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ : প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২২.১২.২০১৫ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়-২৪০১৫.৪২ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২৫। প্রকল্পের অগ্রগতি ৪৫%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রায় ২০০ বছরের পুরাতন ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারকে বর্তমান স্থানে রেখে আরও বৃহৎ পরিসরে নির্মাণের মাধ্যমে বন্দি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং আধুনিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করা।

৫. কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন : প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২৪-০৫-২০১৬ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়- ৪৯৯৮.২৪ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জানুয়ারি, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৬০%। প্রস্তাবিত মেয়াদ জানুয়ারি, ২০১৬ হতে জুন ২০২৪

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কারা অধিদপ্তর-কে শক্তিশালীকরণ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে কারা নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ।

৬. কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনর্নির্মাণ : প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২৩.১০.২০১৮ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়- ৬০৯৭৮.৬৬ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন ২০২৫। প্রকল্পের অগ্রগতি ৩১%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারের বন্দি আবাসন, চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণের সুবিধা বৃদ্ধি করা; কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বসবাসের উন্নততর পরিবেশ সৃষ্টি করা; নিরাপদ ও যুগোপযোগী আবাসিক সুবিধা নিশ্চিত করা।

৭. নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ : প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ০৩.০৯.২০১৯ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয় ৩২৬৯৮.৪৩ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন ২০২৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৬৪%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন ও নতুন জেলা কারাগার নির্মাণ এবং কারা বন্দিদের জন্য সর্বোচ্চ নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ।

৮. জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ : প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২১.০৬.২০২০ তারিখে। প্রকল্পটির ব্যয় ২১০০২.৭৫ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫। প্রকল্পের অগ্রগতি ১২%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন কারাগার নির্মাণ এবং কারা বন্দিদের জন্য সর্বোচ্চ নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ। কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য একক ও পারিবারিক বাসস্থান নির্মাণের মাধ্যমে তাদের জীবন মান উন্নত করা।

কারা অধিদপ্তরের ২০২২-২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১। কারা অধিদপ্তর, ৮টি বিভাগীয় দপ্তরসহ ৬৮টি কারাগারে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও দর্শন বিষয়ক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

২। ১৭ মার্চ, ২০২৩ কারা অধিদপ্তর কর্তৃক হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৩ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন করা হয়।

১৭ মার্চ ২০২৩ বঙ্গবন্ধুর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী উদযাপন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভা

৩। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে কারা অধিদপ্তর শিশুদের বিভিন্ন ধরণের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়ে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ এস এম আনিসুল হক।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়ে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ

৪। কারা অধিদপ্তরে ২টি ডিজিটাল বিলবোর্ড স্থাপন করে বঙ্গবন্ধুর জীবনী, কারা জীবন, মতাদর্শ এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করা হচ্ছে। এছাড়া দেশের সকল কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারে ডিজিটাল বিলবোর্ড স্থাপন করে বঙ্গবন্ধুর জীবনী, কারা জীবন, মতাদর্শ ডিজিটাল বিলবোর্ডে প্রদর্শন করা হচ্ছে। সরকারের ডিজিটাল কার্যক্রম অংশ হিসেবে কারা মহাপরিদর্শকের উদ্যোগে কারা সদর দপ্তরে প্রথম বারের মত ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে শোকাবহ আগস্টের শোকবার্তা প্রদর্শন করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর জীবনী এবং ৭ মার্চ এর ভাষণ ডিজিটাল বিলবোর্ডে প্রদর্শন

৫। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ও বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল এঁর জন্মবার্ষীকীতে দেশের কারাগারসমূহে দোয়া মাহফিলসহ বাচ্চাদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের করা হয়েছে।

৬। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ কারা কর্মচারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ সূচিতে অন্তর্ভূক্ত করে কারারক্ষীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে পাঠদান অব্যাহত রয়েছে।

৭। কারা অধিদপ্তর ৮টি বিভাগীয় দপ্তরসহ ৬৮টি কারাগারে স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসে আলোকসজ্জা করা হয়েছে।

৮। দেশের সকল কেন্দ্রীয় এবং জেলা কারাগারসমূহে বিশেষ দিবসসমূহে বন্দিদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে।

৯। ৩ নভেম্বর ২০২২ পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কারা মহাপরিদর্শক-এর নেতৃত্বে অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু ও শহিদ জাতীয় চার নেতার স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন, দোয়া মাহফিল ও স্মৃতিচারণমূলক আলোচনা সভা, মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতীয় চার নেতার অবদান শীর্ষক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় চার নেতার জন্য দোয়া ও মাগফেরাত কামনা করা হয়।
স্থান: পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার

যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালি

৭ মার্চ, ২০২৩ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

প্রশিক্ষণ : কারা বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কারাগারসমূহকে সংশোধনাগারে রূপান্তরের লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে । ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৪৪৮ জন কর্মকর্তা এবং ১২০৬ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৬০তম কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি,

বন্দি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

১। কারাবন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। দেশের কারাগারসমূহে আটক সাজাপ্রাপ্ত বন্দিরা সাজা ভোগ শেষে অপরাধমুক্ত থেকে সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ৩৮টি কারাগারে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক ৩৯টি ট্রেডে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে ২০২২-২০২৩ মেয়াদে ১১,৭১৪ জন কারাবন্দিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ০১ জুলাই, ২০১৪ থেকে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত দেশের ৩৮টি কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারে ৭৬,২৪০ জন বন্দিকে ৩৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি কারাগারে বন্দি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালুর জন্য ইতিমধ্যে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

কারাগারে বন্দিদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২। বন্দিদের আত্ম-কর্মসংস্থান মূলক কাজের প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

কারাগারে বন্দিদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৩। বন্দিদের আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২, গাজীপুরে "কারাবন্দি প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন স্কুল" প্রশিক্ষণ স্কুল চালু করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস, আধুনিক বেকারি, পাওয়ার লুম, পার্টিকেল বোর্ড এর আসবাবপত্র তৈরি, জুতা তৈরি, এমব্রয়ডারি প্রশিক্ষণ, মোজা তৈরি ইত্যাদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নতুনভাবে শুরু করা হয়েছে । এছাড়া বন্দিদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশ ও বিদেশের শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে দেশের ৩৮টি কারাগারে হস্তশিল্পের পাশাপাশি ডিজিটাল প্রিন্টিং, পাওয়ারলুম পরিচালনা, জুতা ও চামড়াজাত দ্রব্য তৈরি, বুক বাইন্ডিং, মেসিনারি, গার্মেন্টস, হাউজহোল্ড ইলেকট্রিক ওয়ারিং, এমব্রয়ডারি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কুটির শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে ।

বন্দিদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

৪। কারাগারে আটক মাদকাসক্ত বন্দিদের মোটিভেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং মাদকাসক্ত বন্দিদের পৃথক ওয়ার্ডে রেখে চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় প্রতিমাসে দেশের সকল কারাগারে নিয়মিত মাদকবিরোধী সভা আয়োজনের মাধ্যমে বন্দিদের সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫। কারাগার হতে মুক্তির পর সমাজে পূর্নবাসন/প্রতিষ্ঠা করার নিমিত্তে সমাজসেবা/যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা;

৬। কারাগারকে সংশোধনাগারে রুপান্তর করার লক্ষ্যে কারা অধিদপ্তর ও জিআইজেড এর যৌথ উদ্যোগে ২৫ জুন ২০২৩ তারিখ 'Transforming Prisons into a Correctional Institute' শীর্ষক কর্মশালা সারাহ রিসোর্ট, রাজাবাড়ী, রাজেন্দ্রপুর, শ্রীপুর, গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

'Transforming Prisons into a Correctional Institute' শীর্ষক কর্মশালা

৭। কয়েদিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে লভ্যাংশের ৫০% সংশ্লিষ্ট কয়েদিকে পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান করা হচ্ছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ১৩৯৫১ জন বন্দিকে ৪২,৪৯, ৩১৮/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৮। ২৭ তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২৩-এ বাংলাদেশ জেল পেভিলিয়ন ২য় স্থান অধিকার করে।

২৭তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২৩-এ বাংলাদেশ জেল পেভিলিয়ন এর পদক অর্জন

অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমের বিবরণ

১. ৪০টি কারাগারে মহিলা কারারক্ষীদের জন্য ৩৯৯টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে।

২. ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগের ৩২টি কারাগারে লাগেজ স্ক্যানার, বডি স্ক্যানার, আর্চওয়েমেটাল ডিটেক্টর, সিসিটিভি, ওয়াকিটকিসহ বিভিন্ন নিরাপত্তা সরঞ্জাম ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। এর সাথে প্রতিটি কারাগারে একটি করে সিসিটিভি মনিটরিং কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে।

ভবিষৎ পরিকল্পনার বিবরণ : বাংলাদেশের কারাগারগুলোকে সংশোধনাগার হিসেবে গড়ে তুলতে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে

(ক) স্বল্প মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা : রাজশাহী ও রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার এবং রাংগামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারকে বিদ্যমান অবস্থানে রেখে পুনর্নির্মাণ করা। ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জে বঙ্গবন্ধু কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি এবং কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল নির্মাণ করা।

১. খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণকাজ সম্পন্ন করে কারাগার চালুকরণ ।
২. কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণকাজ সম্পন্ন করণ।
৩. ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ আলোর কাজ সম্পন্ন করণ ।
৪. নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ ।
৫. জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ ।
৬. যেসকল কারাগারে পেরিমিটার দেয়ালের উচ্চতা ১৮ ফুট এর কম সে সকল কারাগারের পেরিমিটার ওয়ালের উচ্চতা ১৮ ফুটে উন্নীতকরণ।
৭. যে সকল কারাগারে ওয়াচটাওয়ার এবং সার্চলাইট নেই, সেগুলোতে ওয়াচটাওয়ার নির্মাণ এবং সার্চলাইট সংযোজন।
৮. কারা বিভাগের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডাটাবেজ তৈরি।
৯. কারা অধিদপ্তর, বিভাগীয় কারা উপ-মহাপরিদর্শক এর দপ্তর, কেন্দ্রীয় ও জেলা কারাগারে জনবল বৃদ্ধিকরণ।
১০. কারা অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা সংশোধনকরণ।
১১. কারা কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের পদমর্যাদা ও গ্রেড উন্নীতকরণ।

(খ) মধ্যমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা :

১. ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার নির্মাণ ।
২. দেশের সকল কারাগারে বন্দিদের জন্য ফোন বুথ স্থাপন ।
৩. কারা বন্দিদের ডাটাবেজ তৈরি।
৪. যশোর, কুড়িগ্রাম, ফরিদপুর, কারাগার পুনঃনির্মাণ/ সম্প্রসারণ।

(গ) দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা :

বগুড়া, কুষ্টিয়া, নোয়াখালী, ভোলা, জয়পুরহাট, শরীয়তপুর কারাগার পুনঃনির্মাণ/ সম্প্রসারণ।